সাধু পল – আমার অভিজ্ঞতা

–ফা: ডমিনিক খোকন হালদার

সার্বজনীন, যুগান্তকারী, কিংবদন্তী বাণীপ্রচারক সাধু পলকে শ্রদ্ধা জানাই। জুন ২০০৮ – জুলাই ২০০৯ সাধু পলের বছর। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণের জন্য বিশ্বাস প্রকাশ, জীবন-সাক্ষ্য, জীবনকে জীবন্ত রাখার 'কৃপার বছর'। এ কৃপা সার্বজনীন যা খ্রীষ্ট অনন্য করে সাধু পলের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। এ বছর আমাদের জন্য একটা অসাধারণ বছর। এ বছর সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা রেখে আমার অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করতে চাই।

সাধু পলের মনপরিবর্তন ও পুনরুত্থিত যীশুর সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান মণ্ডলীর সংরক্ষণ ও বিশ্বাস বিস্তারের ভিত্তি স্বরূপ। "আপনি কে প্রভু ?" উত্তর এল : "আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ। এখন ওঠো, নগরে প্রবেশ কর। তোমাকে যে কি করতে হবে, সেখানেই তোমাকে তা বলে দেওয়া হবে" (প্রেরিত ৯:৫-৬)। খুনী সৌল স্তেফানের হত্যাকারীদের অন্যতম সহযোগী। আজ পল হয়ে খ্রীষ্ট যীশুর পক্ষে কাজ করতে শুরু করেছেন। স্তেফানের নিষ্প্রভ মুখ, শান্ত-ঘুমন্ত নিথর শরীর, অত্যাচারীর প্রতি ক্ষমার বাণী সাধু পলকে হয়তো প্রেরণা দিয়েছিল পুনরুত্থিত যীশুকে এক নজর দেখতে। দেখলও বটে। চিরকালের মনপরিবর্তন ঘটল তার। পলের জন্য এটা ছিল তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যা পরবর্তীতে তাঁকে খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। "আমি খ্রীষ্ট যীশুর সেবক ঐশ আহ্বানে প্রেরিতদূত পল তোমাদের কাছে এই পত্র লিখছি" (রোমীয় ১:১)। এ যাবৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীগণ, সাক্ষ্যমরগণ সবাই স্তেফানের মৃত্যুর স্বর্গীয় এক এক ঝলক কৃপা পেয়ে খ্রীষ্ট যীশুর পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করে অমর হয়ে আছেন। তাদের সবার কাছে আমরা চিরঋণী। উল্লেখ্য, আমরা যারা আজ সাধু পলের কথা বলছি, আমরাও কিন্তু সেই কৃপা থেকে দূরে নেই।

সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর দামাস্কাসে সাক্ষ্য দেওয়া ও খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া – নৈতিক, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ। সাধু পলের কথা "আমি পরিবর্তিত হয়েছি এবং আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলছি, যারা আমাকে বেশী জানে তারাই এটা জানুক"। সাধু পল আরও বলেছেন, "মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে আমি লজ্জা পাই না"। দীক্ষাস্নানে খ্রীষ্টভক্ত হিসেবে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া এমনকি পাশে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে খ্রীষ্ট বিশ্বাসের কথা বলা সাধু পলের জীবন সাক্ষ্যেরই নামান্তর।

সাধু পলের হঠাৎ পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দর্শন, তাঁর মন পরিবর্তন – ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার এক সুযোগ। ঈশ্বরই পরিচলক – পথের পরিচালক, জীবনের নির্দেশক, আত্মার নির্দিষ্ট গন্তব্যের মালিক। কোন কিছু না ভেবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে বাণী প্রচারে বেরিয়ে পড়া ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ, যা পল দৃঢ়চিত্তে বুঝেছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন বটে ।

সাধু পলের বাণী প্রচারের দুটো দিক : (ক) সামাজিক অবক্ষয় নিপাত যা মানবীয় মূল্যবোধের অন্তরায় এবং (খ) আধ্যাত্মিক যত্ন যা স্বর্গ এবং মর্তের বহিঃপ্রকাশ। একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। সমাজের সামাজিক/মানবিক মূল্যবোধ সংস্করণ, অনৈতিক জীবনের পরিবর্তন স্বর্গের লাভের দর্পণস্বরূপ। এ কারণে সাধু পল তাঁর লেখায় দৃশ্যত: এ জগতে খ্রীষ্টের অনুপস্থিতি অথচ খ্রীষ্ট জীবন্ত, প্রাণবন্ত 'মণ্ডলীতে' – 'প্রাণন শক্তি'তে প্রকাশ করেছে। পলের 'মানুষ' খ্রীষ্টের শ্রীমুখের প্রতীক। তাই এ বছর আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন, মন-মানসিকতার পরিবর্তন তথা পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের ভালবাসার কাছে তা পালন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। আমাদের অভ্যন্তরীণ দৈবশক্তির বিকাশ সাধু পলের ভাষায় উর্ধ্বতম সত্ত্বার

বিকাশ যা অহংকার থেকে দীনতা, রাগ থেকে সরলতা, লোভ থেকে ত্যাগ, স্বার্থপরতা থেকে প্রেম, নিরাশা থেকে আশা, দুঃখ থেকে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ।

সাধু পল খ্রীষ্টে-ই হয়ে ছিলেন। খ্রীষ্টেতে থাকা ও জীবন ধারণ তার কাছে আনন্দ ও সন্তুষ্টি। "খ্রীষ্টের সঙ্গে আমিও এখন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছি, তাই এই যে আমি জীবিত আছি সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবিত আছেন" (গালাতীয় ২:২০)। খ্রীষ্ট ধর্মের অনেক বড় বড় সাধু-সাধ্বী এই উক্তির উপর নির্ভর করে জীবন গড়ে তুলেছিলেন। তারা তাদের জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে গেছেন। এটা আমাদের জন্য একটা সান্ত্বনা যদিও কষ্ট এবং ত্যাগ এদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ হিসেবে ছিল। খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন – আমাদের চেহারায়, বাচনশব্দে, শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, অনুভূতিতে। পলও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি দুর্বলতা, তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যক্তি-সীমাবদ্ধতা যেখানে তিনি অজানা সংগ্রাম (দেহের মধ্যে রাখা হয়েছে একটি কাঁটা–শয়তানের দূত, যে আমাকে বারবার জ্বালা-যন্ত্রণা দেবে, আমি যাতে উদ্ধত না হই –২করি ১২:৭) করে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। কিন্তু সাধু পল তাঁর এই সীমাবদ্ধতা খ্রীষ্টের আনুগত্যের কাছে সমর্পণ করেছেন। "যিনি আমার শক্তিদাতা, তাঁরই শক্তিতে আমি সবকিছু সয়ে নিতে পারি" (ফিলিপ্পীয় ৪:১৩)। শাস্ত্রবাণী অধ্যয়ন, চর্চা ও তাঁর মর্মবাণী সঠিকভাবে আত্মস্থ করা ও তা পালন করা ছিল পলের জীবনীশক্তি।

"পরমেশ্বরের বাণী কিন্তু শৃঙ্খলিত হয় না" (২তিমথি ২:৯) সাধু পল পবিত্র শাস্ত্র বাণীকে গভীরভাবে ঈশ্বরের সাথে মিলন এবং আধ্যাত্মিকতায় গভীরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। "খ্রীষ্টের বাণী তোমাদের অন্তরে জেগে থাকুক তার অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে ; তোমরা পরম জ্ঞানের আদর্শে পরস্পরকে ধর্মশিক্ষা দাও। পরস্পরের মধ্যে চেতনা জাগিয়ে তোল" (কলসীয়৩:১৬)। এ কারণে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় শাস্ত্রবাণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণ আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যা সাধু পল এ বছরে আমাদের অনুপ্রাণিত করতে চান।

"এই দেখ, সেই ক্রুশ ! এই ক্রুশের উপরেই মুক্তিদাতা প্রাণ দিয়েছেন। সাধু পলের এই বিশ্বাস তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। "আমি ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টেরই কথা ছাড়া আর অন্য-কিছুই মনে রাখব না" (১করিন্থীয়২:২)। খ্রীষ্টের ক্রুশ ছিল সাধু পলের কর্ম প্রেরণার উৎস। এই ক্রুশই হলো সাধু পল। তিনি বলেছেন, "আমি খ্রীষ্টকে এবং ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকেই প্রচার করি"। ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট সাধু পলের কষ্টের বন্ধু। "বন্ধুর জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালো আর কি হতে পারে?" সাধু পল বলেন, "ঈশ্বর করুন, আমি নিজে যেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া অন্য-কিছু নিয়েই কখনো গর্ব না করি!" (গালাতীয় ৬:১৪)। তিনি তাঁর সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে ক্রুশকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্রুশ তাঁর কাছে ফলপ্রসূ প্রেরণকর্ম। আমাদের জীবন অভিজ্ঞতায়ও সেই একই ক্রুশ যা আমাদের বিশ্বাসের জীবনের পরিচয় বহন করে তার পক্ষে কাজ করা একান্ত আবশ্যক।

'প্রভুর ভোজ' তথা খ্রীষ্টযাগের প্রতি ভালবাসা – যা সাধু পলের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বহন করে। "সেই যে-পানপাত্রটি, যার নাম আশীর্বাদের পানপাত্র, ... তা থেকে পান ক'রে আমরা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগ হয়ে উঠি না ? আর সেই যে রুটি,... তাই গ্রহণ ক'রে আমরা কি খ্রীষ্টের দেহের সহভাগি হয়ে উঠি না?" (১করি ১০:১৬)। খ্রীষ্টযজ্ঞ সাধু পলের ভাষায় খ্রীষ্টের অভিনব অবদান যা বিশ্বাস ও ভালবাসার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টযজ্ঞ যীশুখ্রীষ্টের নতুন সন্ধির ফল যা খ্রীষ্টের ভালবাসা ও কৃপার উপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টযাগ হল, মণ্ডলীর ক্ষেত্র যেখানে সকল মানুষ আশ্রয় পায়। সকল মানুষের দক্ষতা, কর্মপ্রেরণার মিলনক্ষেত্র। এখানে পাপী-তাপী সবাই ঠাঁই পায়। সংসারের অবক্ষয় যা দলাদলি, নিন্দা, অপকার, অযোগ্যতা, খ্রীষ্টের সাথে মিলনের পরিপন্থী। সাধু পল এটাকে কলুষিত সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সবকিছুই প্রভুর সেই ভোজের সাক্ষ্য বহন করে না, ১করি ১১:১৭,২২। খ্রীষ্টযাগের পুণ্যফল হলো মানুষে ভালবাসা, ক্ষমা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের সেবা করা একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা। সাধু পলের বছরে আমাদের এ কারণে খ্রীষ্টযাগের প্রতি মনোনিবেশ ও একান্ত আগ্রহ জন্মানো উচিত ও তা জীবন সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা।

প্রেরণকর্ম, আনুগত্য ও পবিত্রতার প্রতি সার্বজনীন আহ্বান ছিল সাধু পলের জীবন কর্মের এক অভিনব উপলব্ধি। "হায়রে, আমি যদি মঙ্গলবাণী প্রচার না করি" (১করি ৯:১৬)। নির্ভীক ও দুঃসাহসী সাধু পল বাণী প্রচারের অন্যতম প্রচারক হয়ে মানুষের হৃদয়ে সার্বজনীন ভাবে স্থান দখল করে আছে। তিনি বিশ্বস্ত সৈনিকের মতো বাণী প্রচারে অবিরাম সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছেন। শত দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, নির্যাতন-কারাবাস এমনকি মৃত্যুও তাঁর এ সংগ্রামকে ঠেকাতে পারেনি। বিজয়মুকুট যে তারই প্রাপ্য। "শুভ সংগ্রামে সংগ্রামী হয়েছি আমি, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্ট বিশ্বাস" (২তিমথি ৪:৭)।

সাধু পলের এই কৃপার বছরে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করি যাতে আমরাও তাঁর মত কাজ করে খ্রীষ্টে অসম্পূর্ণ কাজটাকে এগিয়ে নিতে পারি। প্রভু যীশুর অনুগ্রহ, মা-মারীয়ার স্নেহধন্য প্রার্থনা ও কৃপা সাধু পলের আশীর্বাদ আমাদের মাঝে নিত্য থাকুন। আমেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বিশপ মাইকেল সন্টারেল্লী, পালকীয় পত্র, ওয়াশিংটন, আমেরিকা।

চারটি স্তর

পলের লেখা পত্রগুলিকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি। এই চারটি ভাগ তাঁর ভাব-ধারণার ক্রমবিকাশকে নির্দিষ্ট করে।

১ম ও ২য় থেসালনিকীয় (৫১)

পল খ্রীষ্টবিশ্বাস বা বাণী ঘোষণার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন : খ্রীষ্টের আসন্ন পুনরাগমনের আশায় তিনি অপেক্ষায় আছেন।

১ম ও ২য় করিন্থীয়, গালাতীয়, ফিলিপ্পীয়, রোমীয় (৫৬-৫৮)

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে যায় : কিভাবে আমরা ধার্মিক হতে বা পরিত্রাণ পেতে পারি ? আমরা যা করি (কাজ, বিধান পালন) তার গুণে নয় বরং খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেই আমরা পরিত্রাণ পাই। পল তাঁর মণ্ডলীতে খ্রীষ্টের ভূমিকা সবকিছুর উর্ধ্বে দেখেছেন।

কলসীয়, এফেসীয়, ফিলেমন (৬১-৬৩)

যেহেতু তিনি পত্রগুলি রোমে বন্দী থাকা অবস্থায় কারাগার থেকে লিখেছেন তাই এগুলিকে বলা হয়, বন্দীদশা থেকে লিখিত পত্র (Captivity Epistles) অথবা কারাগার থেকে পলের পত্র।
এখান থেকেই পল ইতিহাসে এবং বিশ্বে খ্রীষ্টের স্থান সম্পর্কে সচেতন হন।

তীত, ১ম ও ২য় তিমথি

এই পালকীয় পত্রগুলি লেখা হয়েছিল হয় পলের দ্বারা ৬৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে নতুবা তাঁর একজন শিষ্য কর্তৃক, যিনি তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর আধ্যাত্মিক পরিচালনার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাদের ভাবনা একটাই : বিভিন্ন মণ্ডলীকে সংগঠিত করা এবং বিশ্বাসতত্ত্বকে অটুট রাখা। *('নবসন্ধি পরিচিতি')*

আমি পল

– ফা: তপন রোজারিও

আমি আপনাদের অনেকের মত আমার শৈশবে, কৈশোরে পলকে চিনতাম না। তবে গীর্জায় পবিত্র শাস্ত্রপাঠে আর ধর্মক্লাসে সৌল ও পৌলের কিছু ঘটনা শুনেছি। বিশেষ ক'রে তাঁর মন পরিবর্তনের ঘটনা আমার মনে বেশ দাগ কেটেছিল। আমি সে ঘটনা খুব সহজে বলতে পারতাম। ধর্ম বইয়ে পলের কিছু জীবনী পাঠ করেছি বটে তবে নিছক পরীক্ষা পাশের আশায়। কিন্তু কোন এক সুদূর অতীতে সেমিনারীতে যোগ দিয়ে সহপাঠীদের সাথে পবিত্র বাইবেল শিখন, পঠন, বলন আর ভাষণের কষ্টকর অনুশীলনকালে ধাপে ধাপে পলকে আবিষ্কার করেছি। তাঁর লেখার ভিতরেই তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি ও ভালবেসেছি। অতঃপর এক বহুল প্রতিক্ষীত সোনালী প্রাতে অভিষেক লাভে যাজকের শুভ্র বসনে সজ্জিত হয়েছি। সবার সামনে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় সব কিছুই কত সুন্দর, পবিত্র, আশায় বুকভরা। বাংলাদেশ আমার যাজনক্ষেত্র। ধর্মপালের প্রতি বাধ্যতার ব্রতে বাঁধা। ধর্মপ্রদেশীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতিশ্রুতিতে চিহ্নিত হয়েছি আমি। আর আমার সহপাঠীরা অনেকে ভিন্নতর ব্রতীয় বসনে ও আধ্যাত্মিকতায় নোঙর ফেলেছে ভিন্ন পোতাশ্রয়ে। আজ ২০ বছরের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকীয় জীবনের বৈচিত্রময় প্রৈরিতিক ক্ষেত্রে ভক্তজনগণের সাথে বাস্তবতার কঠিন চাতালে 'পল ছাড়া আমি যেন আমি আর কিচ্ছু বুঝি না'। কেননা প্রেরণকর্মী পলের মত সাহসী আর কারও দেখা পাই না। মহান বাণী প্রচারকের সোনালী ট্রফিটা এত বছর পরও তার অধিকারেই রয়ে গেল। তর্কবাগীশ তার্সেস-এর পল আজ নেই বলেই যুক্তিতর্ক দিয়ে খ্রীষ্টধর্মকে সমর্থন ও রক্ষা করতে এ যুগের মঙ্গলবাণী প্রচারকো চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। খ্রীষ্টীয় ন্যায্যতার ধারক ও বাহক পল নেই বলে বিশ্বায়নের হাল-বাতাসে সামাজিক ন্যায্যতার দাঁড়ি-পাল্লা 'ঠকাইন্যা' হয়ে গেছে। আমি সত্যি দেখতে পাই আত্মপক্ষ সমর্থনকারী পলকে। খ্রীষ্টের কারণে বন্দী পল মহাবিচারকদের সামনে জোর আর্জি রাখছেন। সকলের বাঁচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অকুতোভয় শ্লোগানে কঠিন কারাপ্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত করছেন। গুরু পল। কিন্তু তাঁর প্রভু ও গুরু পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্ট। তাইতো প্রার্থনা, বিশ্বাস, আশা ও প্রেমের স্তম্ভ দিয়ে বহু সযতনে কষ্ট করে নির্মাণ করেছিলেন আদর্শ খ্রীষ্ট মণ্ডলী। খ্রীষ্টের কারণে কষ্টভোগী সেবক পল এক ব্যতিক্রমী আদর্শ।

প্রভুর নামে মঙ্গলবাণী প্রচারের প্রেরণ দায়িত্ব নিয়ে আমিও ধর্মপ্রদেশীয় প্রেরণকর্মী। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশে, বিদেশে, মহাদেশে যাত্রা করেছি সত্য তবে তা পলের বাণী প্রচার অভিযান না হয়ে তা বড় বেশী বিদ্যা ও অনর্থের অনুসন্ধান দৌড়, আত্মতৃপ্তি আর ফালতু বাহবাতে ভরা ছিল। তবে আজ সাধু পলের এ বর্ষে পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তায় আরেকজন পল হতে পারি। পলের মত পালক হতে চেষ্টা করি কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে :

- ❑ আমার পালকীয় ক্ষেত্রে আশা ও পরিত্রাণের প্রেক্ষাপটে সাক্রামেন্তীয় চেতনা ও প্রস্তুতির জন্য কি কি করি ? কি কি করা উচিৎ বলে মনে করি ?
- ❑ বাংলাদেশে মঙ্গলবাণী প্রচারের বিষয়ে আমার জনগণ কতটুকু জানে বা সুগঠিত/ নিবেদিত ? সাধু পলের বর্ষে করণীয় দিকগুলো কি ?
- ❑ বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সেবাকাজ দ্বারা কেমন করে আরও ফলপ্রসূভাবে পলের মত খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যায় ?
- ❑ মঙ্গলবাণী প্রচারের বিষয়ে আমার দর্শন ও প্রচেষ্টাগুলো কি কি ?
- ❑ আমাদের পালকীয় ও প্রেরণকাজের বিষয়ে পত্র-

পত্রিকা বা মিডিয়াতে কি যথেষ্ট তথ্য তুলে ধরা হয় ?

- ❑ বাংলাদেশী মিশনারীদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ও সমর্থন কেমন ?
- ❑ বি ডি এফ-এর পিটার, পল, সিলাস, তিতসহ অন্যান্য সকলের কথিত জেরুসালেম সভার সম্ভাব্য আলোচনার বিষয় ও সমাধান কি হতে পারে ?
- ❑ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ কিভাবে প্রেরণকাজের বিষয়ে উৎসাহিত হতে পারে ও প্রৈরিতিক আধ্যাত্মিকতা আনতে পারে ?

জানেন ? বাংলাদেশে যে কোন জায়গায় প্রথমবার যাবার অচেনা পথটি যে কেউ দেখিয়ে দিলেও, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হিসবে আমিও কিন্তু সেদিন থেকে সেখানকার সকল আশা ও পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছি। শুরু করেছি সাধু পলের মত বাণী প্রচার অভিযান। আমার জীবন, ভালবাসা, প্রার্থনা ও সেবাকাজ বিলিয়ে দেবার কষ্টকর যাত্রাপথটি আমিও বাংলাদেশের মানচিত্রে এঁকে দেখাতে পারি। মানচিত্রে কলম/ পেন্সিল/রং দিয়ে সাধু পলের চারটি বাণী প্রচার অভিযানের অনুকরণে বাংলাদেশে আপনার পালকীয় কর্মস্থলগুলো তীর চিহ্নিত করে "আমি পল—বাণী প্রচার অভিযাত্রায়" নির্দেশ করতে পারেন। যাত্রাপথে সুরে-বেসুরে, তাল বেতালে গাইতে পারেন : "হায়রে আমি মঙ্গলবাণী যদি না প্রচার করি" (সাধু পল)।
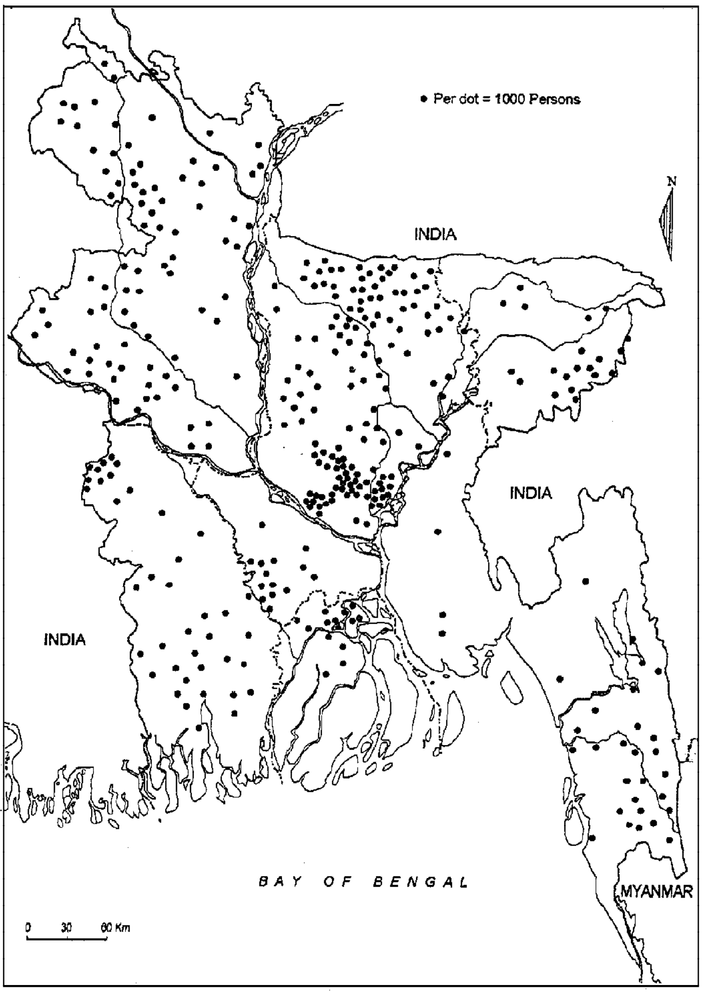
DISTRIBUTION OF CHRISTIAN POPULATION IN BANGLADESH.